সমকাল

তারিখ 07 APR 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না

সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র হত্যার ঘটনায় শিক্ষাঙ্গনের সহিংসতা আবার সামনে চলে আসে। এ বিষয়ে মতামত জানিয়েছেন পাঠকরা। গ্রন্থনা : একরামুল হক শামীম ও মাহফুজুর রহমান মানিক

টেলিফোনে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

মো. হাসিবুর জামান
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা শিক্ষার বড় বাধা। সাধারণত সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন এই সহিংসতার জন্য দায়ী। তারা আধিপত্য বিস্তারের জন্য এ সহিংসতা চালায়। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনও এর জন্য কম দায়ী নয়। তারা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এত সহিংসতা ছড়াত না।

নিত্যানন্দ সাহা
ব্যাংক কর্মকর্তা (অব.), কিশোরগঞ্জ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা বন্ধ করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোনো ছাত্র সংগঠন থাকতে পারবে না। অছাত্র দিয়ে কোনো ছাত্র সংগঠন চালানো যাবে না। ছাত্র পরিষদ নির্বাচন দিতে হবে। ভিপি এবং সাধারণ সম্পাদকের মতো স্পর্শকাতর পদগুলোতে একাধিক মেয়াদে নির্বাচিত হওয়া যাবে না। যদি কোনো ছাত্র চাঁদা বা টেন্ডারবাজিতে জড়িত থাকে, তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা পরিহার করতে হবে। তবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা বন্ধ হবে।

নাজিম উদ্দিন শোভা
শিক্ষক, কুমুরিয়া বাড়ি, টাঙ্গাইল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য পবিত্র স্থান। ছাত্র নয় এমন ব্যক্তিরা ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে প্রকৃত ছাত্রদের দলীয় প্রভাব খাটিয়ে, দলীয় কর্মী তৈরি করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। এতে শিক্ষা কলুষিত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত আর মেধাশূন্য হচ্ছে দেশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই সহিংসতা বন্ধ করতে হবে : দলীয় ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলেই কেবল শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস বিদায় নেবে।

মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
শিক্ষক, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা ঘটুক না কেন, মুহূর্তের মধ্যেই তার দায় প্রতিটি দলই প্রতিপক্ষের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। প্রশাসন এবং নীতিনির্ধারকদের অনুরোধ- আজ আপনার অপরিচিত একজনের রক্ত ঝরছে। যে খুনি এ ঘটনা ঘটিয়েছে, কাল সে আপনার আপনজনের রক্ত ঝরাবে না এ গ্যারান্টি কে দেবে? যদি কোনো গ্যারান্টি না থাকে, তবে দলমত নির্বিশেষে যে কোনো খুনিকে খুনি হিসেবে চিহ্নিত করুন এবং তাদের বিচারের আওতায় আনুন।

মোহাম্মদ আলী
চাকরিজীবী, হাজারীবাগ রোড, ঢাকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা নতুন কিছু নয়। ছাত্রলীগের নামধারী সন্ত্রাসীরা যে সহিংসতা শুরু করেছে, তাতে আওয়ামী লীগেরই ক্ষতি হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতার জন্য প্রধানত রাজনীতিই দায়ী। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা, মারামারি আর খুন-খারাবির অধিকাংশই হয় রাজনৈতিক কারণে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে হলে এগুলোকে রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে।

মো. মামুন হাওলাদার
চাকরিজীবী, তেজগাঁও, ঢাকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এর জন্য আসলে রাজনৈতিক দলগুলোই দায়ী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি না থাকলে এ ধরনের সহিংসতা ঘটত বলে আমার মনে হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রভাব বিস্তার এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আমাদের অনেক মেধাবী ছাত্রের অকালে প্রাণ ঝরছে। আমরা চাই না যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর কোনো মেধাবী ছাত্রের অকালে প্রাণ যাক। তাই সরকারের কাছে আমার আবেদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি বন্ধ করুন। না হলে আমাদের আরও লাশ দেখতে হবে।

কমল রঞ্জন রায়
শিক্ষক, ময়মনসিংহ
একজন শিক্ষক দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হয় তা দিয়ে মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষকরা অন্য উপায় গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষা যেখানে বাণিজ্য, সেখানে আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরি সম্ভব নয়। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে দূরত্বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতার জন্য দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যাতে এভাবে আর কোনো শিক্ষার্থীর রক্তে রঞ্জিত না হয় সেজন্য সবাইকে নজর রাখতে হবে।

ওয়াহিদ মুরাদ
কবি, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সহিংসতা আমাদের ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এটা নির্মম সত্য, যে বা যারা অন্যায় করে তারা অপকর্ম ঘটিয়ে দ্রুত সরে পড়ে। কখনও কখনও যে বা যারা এতে জড়িত নয়, তারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধরা পড়ে। আমরা চাই প্রকৃত দোষী চিহ্নিত হওয়ার পর তাদের অবশ্যই দ্রুত বিচার আইনে বিচার করতে হবে। ইদানীং লক্ষ্য করা গেছে, উচ্ছৃঙ্খল বাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ব্যাপক নৃশংস কর্মকাণ্ড করে থাকে। আমাদের দাবি, যে কোনোভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বা যারা সহিংসতা ঘটায় তাদের দলমত-ধর্মের ঊর্ধ্বে রেখে আইনের কাছে সোপর্দ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে কোনো ছাত্র সংগঠনকে ছাড় দেওয়া যাবে না। এদের হাত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে হবে।

ডা. মর্জিনা আক্তার
বারিধারা পাইলস কিউর সেন্টার, গুলশান, ঢাকা
জ্ঞানার্জনের জন্য আসো, সেবার জন্য বেরিয়ে যাও- স্লোগানটি আজকাল ম্লান হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে যেন ভুলাভিষিক্ত হয়েছে- রাজনীতির জন্য আসো, প্রয়োজনে লাশ হয়ে বেরিয়ে যাও। টিভির পর্দা কিংবা পত্রিকার পাতা উল্টালেই শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতার যে চিত্র আমরা দেখি তাতে মনে হয় না যে, এগুলো দেখার কেউ আছে। রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বিপথগামী হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। ফলে শিক্ষার হার বাড়লেও দিন দিন কমে যাচ্ছে শিক্ষার মান। তাই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা উচিত। তাহলে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ফিরে আসবে, কমবে লাশের মিছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সত্যটি রাজনৈতিক নেতাদের বোধোদয়ে আসবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা বন্ধ হবে না। এতে ধীরে ধীরে জাতি হবে মেরুদণ্ডহীন আর মেধাশূন্য।

জুনায়েদ আহম্মদ
ব্যবসায়ী, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা চাই না। শান্তি চাই।

মহিবুর রহমান চৌধুরী ওয়ারেছ
চাকরিজীবী, মাধবপুর, হবিগঞ্জ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে হারে সহিংসতা বেড়ে চলেছে তাতে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেক ছাত্রলীগ নেতা খুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতার একটি অশনিসংকেত। এ মুহূর্তে সঠিক পদক্ষেপ না নিলে সহিংসতার মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। প্রতিটি সরকারের লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিষিদ্ধ করা দরকার। এর জন্য বিজ্ঞজন নিয়ে কমিটি গঠন করে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারা চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনীতিবিদরা যাতে শিক্ষার্থীদের নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য দুই নেত্রীকে উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রয়োজনের দাবি-দাওয়া ছাড়া অন্য কোনো আন্দোলন করতে দেওয়া যাবে না। যারা চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতে লিপ্ত তাদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি ক্ষমতাসীন সরকারকে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ ভূমিকা নিতে হবে। বর্তমান অবস্থার দায় সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

কুমারেশ চন্দ্র
বাস শ্রমিক, ঝিনাইদহ টার্মিনাল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ছাত্রলীগ নেতা রুস্তম আলী আকন্দ খুন হয়েছেন। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জামায়াত-শিবির ১৯৭১ সালে যেভাবে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করেছিল ঠিক সেভাবেই ২০১৩ সালেও লিপ্ত ছিল। ২০১৪ সালে এসে তারা আবার মেধাবী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এতে ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এভাবে হত্যাকাণ্ড চলতে থাকলে কেউ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে না।

মোজাম্মেল হোসেন লিটন
সাংবাদিক, নারায়ণগঞ্জ
শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা আমরা কখনও দেখতে চাই না। শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতার জন্য দায়ী জামায়াত-বিএনপি জোট।

সুমন
শিক্ষার্থী, ফেনী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সহিংসতা আর আমরা দেখতে চাই না। সহিংসতা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে।

ফারুক হোসেন
সাংবাদিক, রাজশাহী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে জাতি উন্নতি লাভ করে, অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহতভাবে চলছে সহিংসতা। এর অবসান হওয়া উচিত। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতা রুস্তম আলী হত্যা আমরা দেখেছি। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে খুনি যে-ই হোক তাদের আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে।

সাইফুল ইসলাম তানভীর
চাকরিজীবী, গুলশান, ঢাকা
শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, সহিংসতা কোথাও কাম্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলো, আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বেশি সহিংসতা হয়। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা থাকা উচিত সবচেয়ে নিরাপদ। আমাদের দেশে খুব কম কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে কোনো সহিংসতা হয় না। এভাবে চলতে থাকলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

মোহাম্মদ মহসীন জমাদ্দার
শিক্ষার্থী, ঝালকাঠি
সরকার কঠোর পদক্ষেপ না নিলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কমবে না। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়মিত হলেই ছাত্র রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন আসবে।

মাইদুল ইসলাম সিজু
চাকরিজীবী, ঢাকা
শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তবে শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রতিক সহিংসতায় আজ তা প্রশ্নবিদ্ধ। আমাদের কলুষিত রাজনীতিই এর জন্য দায়ী। এসব সহিংসতার কারণে শিক্ষার মান দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। আমাদের রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের বিষয়টি ভাবতে হবে। কোনোভাবেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এ ক্ষেত্রে আমরা আশাবাদী হতে চাই। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন আমাদের।

শেখ মো. আলী
তালতলা বাজার, মুন্সীগঞ্জ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেপরোয়া ছাত্রলীগ। তাদের কোন্দলের জন্যই আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা হচ্ছে। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভীতিকর অবস্থার মধ্যে আছে। এর জন্য সরকারকে কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা সন্ত্রাসমুক্ত, শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই।

শেখ আবদুল কাদের
সংস্কৃতিকর্মী, ডেমরা, ঢাকা
দীর্ঘদিন শিক্ষাঙ্গনে নির্বাচন না হওয়ায় এগুলো হচ্ছে। কারণ ছাত্রদের ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থের লোভ ঢুকে গেছে। ফলে এ ধরনের সহিংসতা হচ্ছে। এ জন্য সরকারের কঠোর ভূমিকার বিকল্প নেই।

মো. ফখরুল ইসলাম টিপু
শিক্ষার্থী, সেনবাগ, নোয়াখালী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংস পরিবেশ ও অস্থিরতার জন্য দায়ী সরকার সমর্থিত সংগঠন ছাত্রলীগ। সরকার যেন তাদের এমন সব কর্মকাণ্ড করার ফ্রি লাইসেন্স দিয়েছে! নইলে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে এত অবহেলা কেন।

আবদুল আউয়াল আকন্দ
চাকরিজীবী, দোহার, ঢাকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত দুই যুগ ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার কারণে ছাত্রসমাজ বিপথে চলে গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহাবস্থানের চর্চা না থাকায় হানাহানি আর সন্ত্রাসনির্ভর হয়ে পড়েছে।